Vol. 36 | No. 3 | 1993

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রঙ্গপুর-সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা: উত্তরবঙ্গের প্রথম গবেষণাপত্র (১৩১৩-১৩৪৫)

Volume	36
Issue	3
Year	1993
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুহম্মদ মজিরউদ্দীন মিয়া
Published online	June 1, 1993
DOI	10.62328/sp.v36i3.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v36i3.3
Pages	81-96
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

রঙ্গপুর-সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা: উত্তরবঙ্গের প্রথম গবেষণাপত্র (১৩১৩-১৩৪৫)

মুহম্মদ মজিরউদ্দীন মিয়া

১৩১২ বঙ্গাব্দের ১৯ই বৈশাখ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ। রংপুর কুণ্ডী-সদ্যপুষ্করণীর জমিদার সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী পরিষদের সম্পাদক পদে বৃত হন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখা-পর্ষদগুলির মধ্যে রঙ্গপুর শাখাই সম্ভবত সর্বপ্রাচীন। পরিষৎ দুষ্প্রাপ্য পুথি সংগ্রহ, প্রত্নবস্তু সংগ্রহ, গবেষণামূলক গ্রন্থাদি প্রকাশ, মাসিক সাহিত্য অধিবেশন অনুষ্ঠান ইত্যাদি ব্যাপারে তৎপর হয়।[১]

পর বছর ১৩১৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের মুখপত্র হিসেবে ত্রৈমাসিক রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পত্রিকার প্রথম সম্পাদক বা পত্রিকাধ্যক্ষ মনোনীত হন পঞ্চানন সরকার। পত্রিকা পরিচালনা এবং গ্রন্থ প্রকাশের জন্য ১৩১৫ বঙ্গাব্দে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়কে সভাপতি করে 'গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ সমিতি' গঠন করা হয়। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে লক্ষ্য করা যায় যে, কলকাতার বাইরে সমগ্র বঙ্গদেশে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকাই প্রথম গবেষণা পত্রিকা—অর্থাৎ এটি বাংলা ভাষার দ্বিতীয় গবেষণা পত্রিকা।[২] গবেষণা পত্রিকা পরিচালনার জন্য যে অর্থবল, বিদ্বৎশক্তি এবং পরিচালনদক্ষতার প্রয়োজন হয় তা সেকালে কলকাতায় থাকলেও দেশের অন্যত্র তা সহজলভ্য ছিল না। রংপুরের মত মফস্বল শহর বা কুণ্ডীর মত গ্রাম থেকে একাজ করা ছিল দুর্লভ উৎসাহ, মাতৃভাষা প্রীতি ও উৎসর্গীত কর্মীর প্রয়াসের ফল।

তবে একথা স্বীকার্য যে আজকের বিশ্বদ্যিালয়-লালিত গবেষণা পত্রিকার মত বৈশিষ্ট্যধারী পত্রিকা এটি ছিল না, কিন্তু গবেষণা এবং অনুসন্ধানের প্রয়াস এর রচনাবলীতে যথেষ্ট পরিমাণেই লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন সাহিত্যের বিবরণ, বিজ্ঞানের সাধনা, প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা, দর্শন আলোচনা, ভাষাবিষয়ক নিবন্ধ রচনার প্রয়াস পত্রিকায় প্রচুর পরিমাণেই ছিল। সমকালের এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নাল বা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার আদর্শ ও চরিত্র রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় খানিক প্রতিফলিত হয়েছে। সমগ্র উত্তর বঙ্গ এবং আসামের সাহিত্য ও প্রত্নবস্তুর পরিচয় দানের প্রয়াস কর্তৃপক্ষের আকাঙ্ক্ষার বস্তু ছিল।

পৌনে এক শতাব্দকালেরও অধিক বছর আগে প্রকাশিত এই পত্রিকায় কিছু অভিনবত্ব লক্ষ করা যায়—পত্রিকার দ্বাদশ (১-৪) এবং ষোড়শ (১-৪) সংখ্যায় যথাক্রমে যোগেশ বালাদেবী (প্রবন্ধ: বিবাহ) সিন্ধুবালা আতর্থীর (প্রবন্ধ: বঙ্গভাষা) রচনা প্রকাশিত হয়েছে। এঁদের পরিচয় আমরা অন্যত্র পাইনি—বাঙালী চরিতাভিধানও এঁদের সম্পর্কে নীরব; তবে পত্রিকা সূচীতে এদের নাম বহুকাল ধরে অনপনেয় রয়েছে। এ পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক, লেখক সম্পাদকদের মধ্যে বহু প্রখ্যাত লেখক গবেষক সমাজকর্মীর পরিচয় পাওয়া যায়। রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা এবং পৃষ্ঠাপোষক কুণ্ডী-সদ্যপুষ্করিণী-র জমিদারগণ বহুকাল ধরেই সমাজসেবা ও সংস্কৃতিকর্মী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে (১৩১২-১৩৪৬)—এই সাহিত্য পরিষৎ এবং পত্রিকা উত্তর বঙ্গে সাহিত্য সংস্কৃতি আন্দোলন জাগরুক রেখেছিল। পত্রিকায় প্রকাশিত 'সাহিত্য পরিষদের বাৎসরিক অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির 'অভিভাষণ'গুলি উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন'—এ প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণসমূহ এবং রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস (১৮/১: ১৩৪৪?) প্রভৃতি প্রবন্ধে এই আন্দোলনের বিস্তারিত পরিচয় আছে।

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা এখন দুষ্প্রাপ্য। রাজশাহী বরেন্দ্র জাদুঘর গ্রন্থাগার এবং কলকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারে এর বেশ কতকগুলো সংখ্যা সংরক্ষিত আছে। বরেন্দ্র যাদুঘরে পত্রিকার ৫ম (১৩১৭), ৬ষ্ঠ (১৩১৮), ৭ম (১৩১৯), ৮ম (১৩২০) এবং ৯ম ভাগ (১৩২১) কোনভাবে আজও বেঁচে আছে। সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারে ১ম-১৯ ভাগ অর্থাৎ সবগুলো সংখ্যাই সংরক্ষিত আছে বলে খবর পাওয়া যায়। কীট ও কালের করাল হাত এগুলোকে চিরদিন নিরাপদে বাঁচিয়ে রাখবেনা। রাজশাহী জাদুঘরে সংরক্ষিত সংখ্যাগুলো ইতিমধ্যেই যথেষ্ট জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। সমগ্র রাজশাহী বিভাগ, মালদহ এবং আসামের মধ্যযুগীয় সাহিত্যের আলোচনা ও বিবরণ, উত্তর বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস ও প্রত্নসম্পদের

বিবরণ, চিত্র আলোচনার বহু প্রামাণ্য দলিল পত্রিকার পৃষ্ঠায় বিদ্যমান। এখনো নবপ্রজন্মকে ঐতিহ্যের সংবাদ সে দিতে পারে। রংপুর, বগুড়া ও শেরপুরের ইতিহাস, বঙ্গের পালরাজগণ, গড়ুর স্তম্ভলিপি, পাহাড়পুরের পুরাতন স্তূপ; মাধাইনগর, রুদ্রসিংহ, ভাস্করবর্মা, রত্নপাল, ইন্দ্রপালের তাম্রশাসন; চণ্ডিকা বিজয় কাব্য, ভক্তচরিতামৃত, উত্তর বঙ্গের মুসলমান সাহিত্য; শরীর বিজ্ঞান ও জাতিতত্ত্ব, আঞ্চলিক ভাষা ও লোকসাহিত্য প্রসঙ্গে যে আলোচনার সূত্রপাত এ পত্রিকায় হয়েছিল তা হয়তো প্রাথমিক, হয়তো সুষ্ঠু প্রণালী-অনুসারী নয়—তবু তা অনেক ক্ষেত্রে পথিকৃতের গৌরব দাবী করতে পারে।

১৩১৩ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩৪৫-৪৬ বঙ্গাব্দ এই ৩৩ বছর নিয়মিত-অনিয়মিত ভাবে এ পত্রিকার ৪৬টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার বৎসরকে বলা হয়েছে ভাগ এবং ত্রৈমাসিক খণ্ডকে বলা হতো সংখ্যা। প্রতিবছরে একটি ভাগ ও চারটি সংখ্যা প্রকাশের পরিকল্পনা ছিল। প্রথমদিকে ১৩টি ভাগ ১৩১৩-১৩২৫ বঙ্গাব্দের মধ্যে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়। বহুদিন বন্ধ থাকার পর ১৩৩১-এ ১৪শ ভাগ প্রকাশিত হবার পর পুনরায় পত্রিকার মুদ্রণ বন্ধ থাকে, অতঃপর নিয়মিতভাবে ১৩৩৫-এ ১৫শ ভাগ, ১৩৩৬-এ ১৬শ ভাগ এবং ১৩৩৭-এ ১৭শ ভাগ মুদ্রিত হয়।

পুনরায় পত্রিকা অনেকদিন বন্ধ থাকে এবং সাত বছর পর ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে ১৮শ ভাগের ২টি এবং ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ১৯শ ভাগের ২টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সম্ভবত ১৩৪৫ বা ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা প্রকাশের সমাপ্তি ঘটে।

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকাকে আমরা গবেষণা পত্রিকা বলে উল্লেখ করেছি। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ২য় সংখ্যায় কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল—১৯/১ সংখ্যায় দিব্যভীম স্মৃতি (পরেশচন্দ্র সাহা) এবং দিব্যস্মৃতি (প্রকাশচন্দ্র রায় চৌধুরী) শীর্ষক দুটি কবিতা এবং বিদায়সঙ্গীত শীর্ষক একটি গান (প্রকাশচন্দ্র রায় চৌধুরী) মুদ্রিত হয়েছিল। ১৯/২ সংখ্যায় দেবী (কেশবলাল বসু) এবং বঙ্কিম স্মৃতিপূজা (প্রকাশচন্দ্র রায় চৌধুরী) শীর্ষক দুটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। শেষ সংখ্যায় বিমলনাথ ভট্টাচার্য লিখিত 'স্বাগত সম্ভাষণম্' শীর্ষক একটি কবিতা এবং প্রকাশচন্দ্র রায় চৌধুরী লিখিত 'বিদায়সঙ্গীত' শীর্ষক একটি গান মুদ্রিত হয়েছিল। পত্রিকার অন্যান্য সংখ্যায় গবেষণা মূলক প্রবন্ধই সন্নিবেশিত হয়েছে। আধুনিক মেথডলজি সর্বত্র অনুসৃত না হলেও প্রবন্ধমালায় রয়েছে গবেষণা প্রবণতা এবং অনুসন্ধান মনস্কতা। পত্রিকার ১৯টি ভাগ ৬জন সম্পাদক সম্পাদনা করেন:

ভাগ	সম্পাদক
১ম- ৬ষ্ঠ	শ্রী পঞ্চানন সরকার[৩]
৭ম - ১৩শ	শ্রী ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
১৪শ- ১৫শ	শ্রী নগেন্দ্রনাথ সেন
১৬শ	শ্রী কালীপদ বসাক
১৭শ- ১৮শ	শ্রী সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
১৯শ	শ্রী কেশবলাল বসু

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ-এর পরিচয় পত্রিকা-দর্পণে প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ অক্টোবর দার্জিলিং লাউইস স্যানিটোরিয়াম হলে অনুষ্ঠিত পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে সম্পাদক সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী পরিষদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন-'তন্দ্রালস বঙ্গবাসীর অনুসন্ধিৎসার ক্ষণিত্র অতীত গৌরবের এই মহার্ঘ খণির প্রতি যথোপযুক্ত রূপে প্রযুক্ত না হওয়ায় আজও তাহাদের জাতীয় ইতিহাসের আদি কাণ্ড রচিত হইতে পারে নাই।.....এই ক্ষুদ্র পরিষৎ নবনব তত্ত্ব উদঘাটন করিয়া সগর্ব্বে দেখাইতেছেন যে বাঙ্গালার ইতিহাস তথাকথিত রূপমসীময় নহে। কেবল অনুসন্ধিৎসা ও চর্চ্চার অভাবে বাঙ্গালার ইতিহাস অসম্পূর্ণ ও সান্ধ্যতমিস্রায় সমাচ্ছন্ন।..... রত্নগর্ভা শৈলমালা পরিশোভিতা বঙ্গোত্তর ভূমির পুষ্পমণ্ডিত শ্যামল অঞ্চলান্তরে ভারতীয় সভ্যতার আদিযুগ হইতে যে অমূল্য রত্নরাজি লুক্কায়িত ও রহিয়াছে তাহা লোকলোচনের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দিলে বঙ্গবাসীর অতীত কালের কল্পিত দৈন্য অপসারিত ও জগৎ বিমুগ্ধ হইবে।[৪]

বস্তুত এই উদ্দেশ্যেই রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠা এবং তার পত্রিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। প্রতি বছর উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন হতো এবং সে সম্মিলনে অংশ গ্রহণ করতেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ঐতিহাসিক এবং গুণী ব্যক্তিরা। এঁদের মধ্যে যদুনাথ সরকার, শরৎকুমার রায়, জগদিন্দ্রনাথ রায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উত্তর বঙ্গের জেলা এবং মহকুমা সদর ছাড়াও অন্যান্য স্থানে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতো। প্রতিমাসে এক বা একাধিক সাহিত্য অধিবেশন বসতো—বার্ষিক প্রতিবেদনে তার বিস্তারিত বিবরণ লক্ষ্য করা যায়। পত্রিকায় এ প্রতিবেদন প্রকাশিত হতো—উদাহরণ স্বরূপ পঞ্চবর্ষের মাসিক সাধারণ অধিবেশন সম্পর্কে উল্লেখ করা যায়।

মাসিক অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ হতো, প্রদর্শিত হতো প্রত্নদ্রব্যাদি এবং দলিলপত্র। পত্রিকায় প্রকাশিত ঐ সব বিবরণ ও প্রতিবেদন আজ ইতিহাসের মত হয়ে আছে। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীকে নিম্নোক্ত ভাবে শ্রেণী বিন্যস্ত করা যায়:

১. ভাষণ ও অভিভাষণ
২. অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্য
৩. ইতিহাস
৪. জীবনকথা
৫. দর্শন ও ধর্ম
৬. প্রত্নবিদ্যা
৭. বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য
৮. বিজ্ঞান
৯. লৌকিক সাহিত্য, পাচালী ও মঙ্গলকাব্য
১০. শিক্ষা
১১. সংস্কৃত এবং অন্যান্য প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য
১২. স্থান পরিচয়
১৩. স্মৃতি পূজা।

আসাম এবং অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় অনধিক এক ডজন মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। রংপুর সাহিত্য পরিষদের উদ্দেশ্যও ছিল আসাম এবং উত্তর বঙ্গে ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের নবজাগরণ। সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই 'প্রাচীন কামরূপ' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পঞ্চম ভাগের ১ম সংখ্যায় শ্রী পদ্মনাথ লিখেন 'অসমীয়া ভাষার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা'। মূল প্রবন্ধটি রচিত হয়েছিল অসমীয়া ভাষায়। এ প্রবন্ধে অসমীয়া ভাষার ব্যাকরণ ও ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে। আসামের সাহিত্য, ধর্ম, ইতিহাস প্রসঙ্গে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

আসামী কামান—শ্রী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৫: ২ (১৩১৭) পৃ. ৮২-৮৯
অসমীয়া গ্রন্থ বিবরণী—শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্মা ৬: ১ (১৩১৮) পৃ. ১-৮
আসামের বৈষ্ণব সম্প্রদায়—শ্রী উমেশচন্দ্র দে ৭: ৪ পৃ. ১৭৮-১৮১
কামরূপের ইতিহাসের উপকরণ—শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু ৯: ২৪পৃ. ৮২-৯১
ন্যায় দর্শনে শ্রীহট্ট—শ্রী হরকিঙ্কর দাস ১১: ১-৪ পৃ. ৪৯-৫২
ভগদত্ত বংশীয় রাজগণের রাজনীতির পরিচয়—উমেশচন্দ্র বর্মণ ১৮:১ পৃ. ১৩-২১।

শ্রী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আসামী কামান' শীর্ষক সচিত্র প্রবন্ধটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক গবেষণা। কয়েকটি কামানের বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেছেন 'বৃহৎ কামানটি সম্ভবত পিত্তল নির্মিত..... ইহাতে দুইটি বিভিন্ন খোদিত লিপি আছে: (১) পার্শী ভাষায় দুই পংক্তিতে খোদিত লিপি; (২) বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত সংস্কৃত ভাষায় দুই পংক্তিতে খোদিত লিপি। পার্শী লিপি থেকে পাঠ উদ্ধার করে তিনি যে তথ্য পেয়েছেন তা (১) বাদশা আদিল শাহ বাহাদুর (২) সনাহ ১১২৪ 'সুবিচারক রাজা শাহ আলম বাহাদুর.....সন ১১২৪।"

দ্বিতীয় লিপিতে সংস্কৃত ভাষায় লেখা আছে (১) শ্রী শ্রী দুর্গানারায়ণ দেব স্বৌমারেশ্বর গদাধর সিংহেন জ (২) বনম জিত্বা গুবাক হট্টমিদ সস্ত্রং প্রাপ্তং শাকে ১৬০৪। "সৌমার দেশাধিপতি শ্রী শ্রী স্বর্গনারায়ণ দেব গদাধর সিংহ গুবাক হাটীতে (গৌহাটীতে) যবন জয় করিয়া এই অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

এই দীর্ঘ প্রবন্ধে কামানের ছবি সহ যে বিবরণ আছে তা মধ্যযুগীয় ভারতীয় ইতিহাসের অজ্ঞাত অধ্যায়ের পরিচয়বাহী)।

'অসমীয় গ্রন্থ বিবরণ' (৬:১) প্রবন্ধের লেখক শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্মা। কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত দেবজ্যোতি দাশ সংকলিত, 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার সূচী' পুস্তিকায় 'দেবশর্ম্মা' স্থানে 'ভট্টাচার্য' লিখিত হয়েছে। শ্রী পদ্মনাথকে দেবজ্যোতিদাশ সর্বত্রই ভট্টাচার্য লিখেছেন। সে যা হোক, অসমীয়া গ্রন্থ বিবরণী বাংলা ভাষায় রচিত হওয়ায় প্রতিবেশী দেশের বাঙ্গালীরা সেই সাহিত্য সম্পর্কে সহজে ধারণা করতে পারে। শ্রী পদ্মনাথের আলোচনার প্রথম পার্যায়ে দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের একটি ভুল ধরিযে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: 'অসমীয়া ভাষায় লিখিত অনন্ত রামায়ণ' খানি শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় অতর্কিতে তদীয় বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন।[৫] তিনি প্রমাণ করেছেন যে 'অনন্ত রামায়ণ' অসমীয়া ভাষায় রচিত।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের কালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বাঙালী জাতির প্রচণ্ড আবেগ উচ্ছ্বসিত হতে থাকে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতির জন্য সংঘবদ্ধ আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকে। জেলায় জেলায় সাহিত্য পরিষদের শাখা খুলবার আয়োজন চলে। অন্তত বিভিন্ন স্থানে সাহিত্য সম্মিলন করে, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের শক্তি ও গৌরব প্রচার করতে থাকে। এতে বাঙালী জাতি হিসেবে সংহতি লাভ করতে থাকে। কেন্দ্রীয়ভাবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং তার পত্রিকা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে সেবা করতে থাকে তার শাখা রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ এবং তার পত্রিকা ও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে যে সেবা করতে থাকে তার অন্যতম প্রমাণ পত্রিকার বাংলা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধাবলী:

চণ্ডিকা-বিজয় কাব্য—হরগোপাল দাস কুণ্ডু র-সা-প-প ১:১ ক্রোড়পত্র ১৩১৩ পৃ. ১-২২
প্রাচীন গ্রন্থাবলীর বিবরণ—কালীকান্ত বিশ্বাস ২: ১, পৃ. ২৭-৪২
প্রাচীন বাঙ্গালা পুথির বিবরণ, ঐ, ২: ২, পৃ. ৪৯-৬৬
প্রাচীন পুথির বিবরণ, ঐ, ২: ৪, পৃ. ১৮৪-১৯৭
প্রাচীন পুথির বিবরণ, ঐ, ৩: ২, পৃ. ৬২-৭৩
প্রাচীন পুথির বিবরণ, ঐ, ৫: ১, পৃ. ৯-৩১

প্রাচীন পুথির বিবরণ, ঐ, ৬: ১, পৃ. ২০- ৪৭
প্রাচীন পুথির বিবরণ, ঐ, ৬: ৩-৪, পৃ. ১৫৬-১৬৮
প্রাচীন বাঙালা পুথির বিবরণ—পুর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ, ৪: ১, পৃ. ৩৭-৫৬
গোবিন্দ মিশ্রের গীতি—পঞ্চানন সরকার, ২: ১, (১৩১৪) পৃ. ১-৭
গোবিন্দ মিশ্রের গীতি, ঐ, ২: ২ পৃ. ৪৯-৬৬
গোবিন্দ মিশ্রের গীতি, ঐ, ২: ৩ পৃ. ১২০-১৩৩
যদুনন্দনের বৈষ্ণব বন্দনা—পর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ ২: ২, পৃ. ৮৩-৮৪
মহাভারত চতুষ্টয় ও অন্যান্য কয়েকখানি বাঙ্গালা পুথির বিবরণ, ঐ. ২: ৪ ১৯৭-২০০
উত্তর বঙ্গের মুসলমান সাহিত্য—হামেদ আলী, ৩: ৩, পৃ. ১১৫-১৩১
বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি—ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী, ৩: ৩ পৃ. ১৩২-১৩৮
কবি জীবন মৈত্র—মোহিনী মোহন মৈত্রেয়, ৪: ৪ পৃ. ১৮৪-২০৩
ভক্তচরিতামৃত—রজনীকান্ত চক্রবর্তী, ৬: ২ পৃ. ৫৯-৭০
নারায়ণ দেব ও পদ্মপুরাণ—সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, ৬: ২ পৃ. ৮০-৯৭
ঐ বিরজাকান্ত ঘোষ, ৭: ২ পৃ. ৬১- ৭৬
পদ্মপুরান ও দ্বিজবংশীদাশ—বিরজাকান্ত গোষ, ৭: ৩ পৃ. ১৪০-১৫২
নারায়ণ দেব ও পদ্মপুরান: কৈফিয়ত—সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, ৮: ৩-৪, পৃ. ১১৩-১৪২
পদ্মপুরানের কবি নারায়ণ দেবের বংশতত্ত্ব—বিরজাকান্ত ঘোষ, ৯: ২ -৬ পৃ. ১০৯-১১৬.
পদ্মপুরান ও তাহার লেখকগণ—সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী ১০: ২, পৃ. ৪৫-৬৯
বাংলা সাধুভাষা—বীরেশ্বর সেন, ১০: ৩-৪ পৃ. ৮৩-৮৭
বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও শব্দকোষের অভাব—রাজকুমার বেদতীর্থ ১০: ৩-৪ পৃ. ১১৫-১২১
বাঙ্গালা ভাষার উপর বৈদেশিক গ্রাম্য শব্দের প্রভাব, ঐ, ১০: ৩-৪ পৃ. ১২১-১৩০
বঙ্গভাষা: সিন্দুবালা আতর্থী ১৬: ১-৪ প. ৫-১
রঙ্গ-পুর ভাষার ব্যকরণ—যতীন্দ্র মোহন চৌধুরী ১৩: ১-৪ পৃ. ২০-৩১
বঙ্গ সাহিত্যে কবিকঙ্কন—জ্ঞানেন্দ্রকুমার কাব্যার্ণব ১০: ৩৪ পৃ. ৮৭-১০৭
অদ্বৈতমঙ্গল পুথি ও অদ্বৈতাচার্যের কাল নিরূপণ—উপেন্দ্র চন্দ্রগুহ, ১০: ৩-৪ পৃ ১০৭-১১৪
বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি প্রধান অভাব—সুখরঞ্জন সেন গুপ্ত ১০: ৩-৪, পৃ ১৪৮-১৫০
কবি গোবিন্দ দাসের করচা—নৃত্য সোনান রায় (?) ১৪: ২ পৃ. ৬৮-৭২
কবি গোবিন্দ দাসের কাব্যালোচনা—হেমচন্দ্র চক্রবর্তী, ১৬: ১-৪ পৃ. ৯-৩০
রঙ্গপুরের প্রাচীন কবি কাজী হায়াত মামুদের কাব্যপরিচয়—শ্যামপদ বাগচি ১৭: ১-৪ পৃ ২৯-৩৮
পদকত্তা গোকুল দাস—শিবরতন মিত্র ১৮: ২ পৃ. তত-৩৫

এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় বাংলা সাহিত্য প্রাসঙ্গিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে অনধিক ৩০টি এবং বাঙ্গালা ভাষা প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে অনধিক ৫টি। বাংলা ভাষা প্রাসঙ্গিক গবেষণা তখনো (১৯১৬-১৯২২) বলতে গেলে প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল তবু বাংলা সাধু ভাষা,

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও শব্দকোষ, বাংলা ভাষার ওপর বৈদেশিক প্রভাব, বাংলা আঞ্চলিক ভাষা রঙ্গপুর ভাষার ব্যাকরণ ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা প্রাথমিক হলেও মৌলিক ও চিত্তাকর্ষক, সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক না হলেও তাৎপর্যপূর্ণ।

বাংলা সাহিত্যের নানা বিষয়ে যে-সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তার অধিকাংশই মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের প্রাসঙ্গিক গবেষণা। আটটি প্রবন্ধ প্রাচীন বাঙ্গালা পুথির বিবরণবিষয়ক। এসব পুথি হস্ত লিখিত এবং বটতলার ছাপা উভয় প্রকারই আছে। এগুলো বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের নতুন উপাদান হিসেবে বিবেচিত হবে। কালীকান্ত বিশ্বাস এবং পুর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ এ বিষয়ে বেশির ভাগ বিবরণ প্রস্তুত করেছেন। সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে কোথাও বা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য লক্ষ্য করা যায়। 'মধুমালতী' পুথির বিবরণ দিতে গিয়ে পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ বলেছেন:

> গোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য ও ছৈএদ হামজা এই সুন্দর পুথিখানির রচয়িতা। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের দক্ষযজ্ঞ নাশ ও বিদ্যাসুন্দরের বিহারারম্ভের সহিত উহাদের আশ্চর্য সৌসাদৃশ্য আছে।.....
>
> ... আমাদের মনে হয় ১৪৫২ শকাব্দের ১২ই পৌষ বুধবার বেলা দ্বিপ্রহরের সময় এই পুথিখানির রচনা হইয়াছিল। আর ভারতচন্দ্র ১৬৩৪ শকাব্দায় জন্ম গ্রহণ করেন। রচনাকাল সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত হইলে, ভারতচন্দ্রই মধুমালতীর অনুসরণ করিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। উত্তর বঙ্গের রঙ্গপুর ও কুচবেহার অঞ্চলে মধুমালার গান প্রচলিত আছে। ইহাও এদেশী গ্রাম্য কবির নিজস্ব। আলোচ্যমান গ্রন্থের সহিত এই গানের উপদানের আশ্চর্য সৌসাদৃশ্য দর্শনে উত্তরবঙ্গের নিরীহ কবির কাব্যখানি বেমালুম আত্মসাৎপূর্বক বৈদেশিক গ্রন্থকার বিশুদ্ধ ভাষার ছাঁচে ফেলিয়া মাজিয়া ঘসিয়া ইহাকে আপনার করিয়া লইয়াছেন কিনা কে বলিতে পারে?[৬]

গবেষকের এই প্রশ্ন আজো সদুত্তর পায়নি।

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের পঞ্চম সাম্বৎসরিক অধিবেশনে সভাপতি শ্রীরায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী তার অভিভাষণে 'দি অক্সফোর্ড ইংলিস ডিকসনারী' প্রণয়ণে ইংরেজ জাতির 'অক্লান্ত পরিশ্রম' এবং 'আশ্চর্য গবেষণা'-র কথা স্মরণ করে বলেছিলেন, 'আমরা অনেকেই ইংরেজের অনুকরণ করিতে ব্যস্ত ও অভিলাষী, আমরা কি ইংরাজদের এই সকল সদগুণের অনুকরণ করিতে শিখিব না?" এই অভিভাষণে তিনি 'দর্শন বিজ্ঞানাদি বিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশ করা, উৎকৃষ্ট গ্রন্থের ভাষান্তর করা, বঙ্গীয় সাহিত্যের অন্যতম কর্তব্য বলে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বেদান্ত সূত্রের অনুবাদ এবং উপনিষদের ব্রহ্মবিচার বিষয়ক নতুন বচন রচনার উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং বঙ্গবাসী হিন্দুর প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। সভাপতির এই ভাষণে যেমন আছে বঙ্গসাহিত্যপ্রীতি তেমনি আছে হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম্যবোধ ও

হিন্দু সমাজপ্রীতি। কালীবর বেদান্তবাগীশ অনুসরণে সাহিত্য-চর্চার প্রতিও তার আহ্বান প্রকাশিত হয়েছে। রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের সমগ্র কার্যক্রম এবং পত্রিকার রচনাদি প্রাচীনপন্থী হিন্দুধর্মীয় সচেতনতা এবং ইংরেজপ্রীতিতে ভরা। তাঁদের সাধনা মূল্যবান কিন্তু খণ্ডিত। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে পরিষদের কার্যধারায় রবীন্দ্রনাথ একান্ত ভাবে অনুপস্থিত। মনে হয় জমিদার দ্বন্দ্ব এবং হিন্দু-ব্রাহ্মবিচ্ছিন্নতা এর প্রধান কারণ। এমন ব্যাপার উত্তর পাড়ার জমিদার [জয় কৃষ্ণমুখার্জি)-এর ক্ষেত্রেও ঘটেছিল। তিনি তাঁর বিশাল লাইব্রেরীতে কখনো রবীন্দ্রনাথের আগমন পছন্দ করেন নি। কুভীর জমিদার গোষ্ঠী এবং তাঁর সহযোগীরাও একই আচরণ করেছেন বলে মনে হয়। শুধু নববর্ষের কার্য বিবরণে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করা হয়।[৮]

পত্রিকায় প্রকাশিত পুথির বিবরণ এবং প্রবন্ধাদিতে উত্তর বঙ্গের মুসলিম উপকরণও বিরল, তবে মধ্যযুগের কবি কাজী হায়াত মামুদের কাব্য পরিচয় (শ্যামাপদ বাগচী) এবং উত্তর বঙ্গের মুসলমান সাহিত্য (হোমেদ আলী) শীর্ষক দুটি প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। উত্তর কালে উত্তরবঙ্গের এই শক্তিমান কবিকে নিয়ে পিএইচ. ডি. থিসিস প্রণীত হয়েছে। (ডঃ মযহারুল ইসলাম, কবি হায়াত মামুদ, (১৯৫৮)।

পরিষদে ক্রমাগত মুসলমান সদস্য স্থান লাভ করেছে। রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের কার্যাবলীতে যাদবেশ্বর তর্করত্ন-কে বলা হয়েছে কাশীর পণ্ডিতগণ প্রদত্ত 'কবি সম্রাট মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ'। নোবেলবিজয়ী বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা বস্তুত কোন মর্যাদাই দেননি। তবে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রত্ন সম্পদের সংরক্ষণের জন্যে পরিষদের উদ্যোক্তরা বহু ক্ষেত্রেই যথেষ্ট দানশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। টেপার জনৈক ভ্যুমধিকারী দুই হাজার টাকা ব্যয়ে পরিষদের আজীবন সদস্যপদ গ্রহণ করেছিলেন—সেকালে এটি এক গৌবরময় দৃষ্টান্ত। কালক্রমে সভায় হিন্দু মুসলমান সৌহৃদ্যের বাতাস বয়েছিল। নবম বর্ষের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনের [সভাপতি শ্রী আশুতোষ মিত্র] পঞ্চম প্রস্তাবে বলা হয়, 'হিন্দু ও মুসলমান পণ্ডিত মণ্ডলী একত্রে বসিয়া এরূপ ভাবে জ্ঞানের চর্চ্চা করিলে দেশ ও সমাজের প্রভূত কল্যাণ হইবে।'[৯]

ষষ্ঠ বর্ষের কার্যবিবরণে (পৃ.৩) উল্লিখিত আছে যে গোবিন্দস্তোত্র এবং কোরানের সুরা একই সময়ে পঠিত হয়। এটিও হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির একটি বিশেষ লক্ষণ।

মধ্যযুগে বেশ কিছু সংখ্যক পুথি ও কবি সম্পর্কে পত্রিকায় গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। উত্তর বঙ্গের প্রখ্যাত কবি জীবন মৈত্র ও হায়াত মামুদের জীবন ও কাব্য সম্পর্কে এ পত্রিকায় আলোচনার সূত্রপাত হয়। দ্বিজ বংশীদাস ও নারায়ণ দেবের পদ্মপুরাণ প্রসঙ্গে ছয়টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী ও বিরজাকান্ত ঘোষ এ আলোচনা করেন। বিরজাকান্ত ঘোষের প্রবন্ধ 'পদ্মপুরাণ ও দ্বিজবংশী দাস'-এ (১৩১৯, ৩য় সংখ্যা) পদ্মপুরাণের বিশ্লেষণ প্রাঞ্জল ও উপভোগ্য। তিনি মনসার ভাসানকে পদ্মপুরাণ বলেছেন। এই তুলনামূলক ও ব্যাপক আলোচনাটির একাংশে তিনি লিখেছেন:

> পদ্মপুরাণ বাঙ্গালীর খাটি নিজস্ব সম্পত্তি। বাঙ্গালায়ই ইহার উৎপত্তি ও স্থিতি। বাঙ্গালীর সমাজের ধর্মতত্ব, দেবদেবীতত্ত্ব প্রভৃতি পদ্মপুরাণে প্রকাশ পাইয়াছে। পদ্মপুরাণ বাঙ্গালীর হৃদয়ের কথা। ইহা বাঙ্গালীর সুখ দুঃখের কাহিনী।[১০]

পদ্মপুরাণের মূল শিক্ষা এবং মুখ্য উপাদান সম্পর্কে লেখক বলেছেন:

> পদ্মপুরাণের কাহিনী সতীত্বের বিজয় গাথা। বিপুলার বেহুলা (?) প্রসঙ্গে আমাদের পরিবারিক সমাজের চিন্ময়ী নারী মূর্ত্তির এক জীবন্ত আদর্শ গঠিত হইয়াছে। স্বামীর মৃত্যু হইলেও দাম্পত্যবন্ধন শিথিল হয় না। স্বামীই স্ত্রীর যথাসবর্স্ব, চিরকালের শান্তি, নারীত্বের সম্মান। স্বামী অবিনশ্বর—এই অটল শ্রদ্ধার ভাব সতীত্বের একটা মুখ্য উপাদান। ইহাই পদ্মপুরাণের মুখ্য শিক্ষা।[১১]

আলোচ্য প্রবন্ধটি তথ্যবহুল। লেখক দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যের গুণাবলী যথেষ্ট গুণাবলীর সাথে বিশ্লেষণ করেছেন। একাব্যের সামাজিক মূল্য এবং রুচিশীলতা সমালোচকের দৃষ্টিতে উপস্থাপন করেছেন। তিনি মনে করেন, 'বংশীদাস তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা অনেক স্থলে কাব্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন'। সমালোচক উপসংহারে পদ্মপুরাণের 'হিন্দু আদর্শ' 'জাতীয়ত্ব পুনপ্রতিষ্ঠার' প্রয়োজন বোধ করায় সাহিত্যসমালোচনা উদ্দেশ্যমূলক হয়েছে।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা জাতির হারানো সম্পদ প্রসঙ্গে আলোচনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিল। পরিষদের কার্যক্রমের সঙ্গে ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে উৎসাহী পণ্ডিত ও লেখকগণ জড়িত ছিলেন। প্রভাসচন্দ্র সেন, শরচ্চন্দ্র দাসগুপ্ত, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৫-১৯৩০), অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১-১৯৩০), প্রসন্ন নারায়ণ চৌধুরীর (১৮৫৪-১৯৩৩ ভারেঙ্গা, পাবনা) নাম প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। ইতিহাস বিষয়ে অনধিক ২৫টি এবং প্রত্নতত্ত্ব বিষযে অনধিক ৩০টি প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের তালিকা প্রদত্ত হলো:

ইতিহাস	লেখক	পত্রিকাসংখ্যা/পৃষ্ঠা
প্রবন্ধ		
বঙ্গের শেষ সেনরাজগণ	কালীকান্ত বিশ্বাস	২: ১/ ৭-২৬
সেরপুরের ইতিহাস	হরগোপাল দাস কুন্ডু	৫: অতি/১-১২৫
বগুড়ার ভীম রাজগণ	প্রভাসচন্দ্র সেন	৬: ১/ ১৫-১১১
বঙ্গের পালরাজগণ	কালীকান্ত বিশ্বাস	৯: ২-৪/ ৯২-১০৮
প্রাচীন ভারতের রণপ্রসঙ্গ	পূর্ণচন্দ্র রায়	১১: ১-৪/৬-১০
ভারতে দ্যুতক্রীড়া	দুর্গা সুন্দর বিদ্যাবিনোদ	১১:১-৪/৫২-৫৬
লক্ষণাবতী বা আদিম গৌড়	যতীন্দ্র মোহন মজুমদার	১৮: ১/ ৮-১২
গরুড় স্তম্ভলিপি	কালীকান্ত বিশ্বাস	১:২ / ৩৮-৫২
বাভ্রবী কায়া	অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়	৩: ৪/ ১৬৫-৬৮
পাহাড়পুরের পুরাতন স্তুপ	শ্রীরাম মৈত্রেয়	৪: ১/ ২৩-২৭
মাধাই নগরে আবিষ্কৃত লক্ষণ সেনের তাম্র শাসন-রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়		৪:৩/ ১২১-১৩২
রুদ্র সিংহের তাম্র শাসন	রাখাল দাস বন্দ্যাপাধ্যায়	৫: ১/ ৪১-৪৬
ইন্দ্র পালের তাম্রশাসন	পদ্মনাথ ভট্টাচার্য দেবশর্মা	৭: ২/ ৮১-৮২
ধর্মপালের তাম্রশাসন	পদ্মনাথ ভট্টাচার্য দেবশর্মা	১০:২/৭০-৮২

পঞ্চম ভাগের অতিরিক্ত শাখায় হরগোপাল দাসকুন্ডু রচিত সেরপুরের ইতিহাস প্রকাশিত হয় বঙ্গাব্দ ১৩১৭ খ্রিষ্টাব্দ ১৯১০-এ। আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার এ প্রয়াস খুবই প্রাথমিক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেকালে সেরপুর, বগুড়া জেলার একটি থানা ছিল। এই ইতিহাস গ্রন্থখানি দশটি অধ্যায়ে ১২৭ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ইতিহাসখানি গবেষণা মূলক এবং চিত্তাকর্ষক। এর নানা প্রসঙ্গে বহু প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় দলিলের বিবরণ আছে। শ্রী কালীকান্ত বিশ্বাস রচিত বঙ্গের পালরাজগণ প্রবন্ধটি প্রাচীন কাব্য, পুরাণ এবং ঐতিহাসিক তথ্য নির্ভর। প্রবন্ধটিতে পাল রাজাদের ইতিহাসই নয় এতে ভাঙালীর গৌরবেরও পরিচয় আছে।

পালবংশের সিংহাসন লাভের ব্যাপারটি সাম্প্রতিক ইতিহাসে গণতান্ত্রিকভাবে রাজা মনোনয়নের স্বীকৃতি লাভ করেছে। শ্রী বিশ্বাস প্রায় আশি বছর পূর্বে সেই কথাটিই বলেছিলেন। ইতিহাসের নানা ঘটনা বিশ্লেষণ করে তিনি বলেছেন: তৎকালে বঙ্গদেশ অন্তর্বিদ্রোহে ছিন্নভিন্ন হইয়া সম্পূর্ণ অরাজক ভাব ধারণ করিয়াছিল এবং প্রজাবৃন্দ আত্মরক্ষার আর কোন উপায় না দেখিয়া মহাযোদ্ধা অদ্বিতীয় বীর বাপটের পুত্র গোপালদেবকে সিংহাসন প্রদান করিয়া আপনাদের স্বাধীনতা ও অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছিল।.....৭৬০ খৃষ্টাব্দে গোপাল রাজা হন।[১২] এ প্রবন্ধে পাল রাজবংশের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। কালীকান্ত বিশ্বাস বঙ্গের- 'শেষ সেনরাজগণ' শীর্ষক প্রবন্ধ লেখেন পত্রিকার দ্বিতীয় ভাগের প্রথম সংখ্যায়। এভাবে বাংলার ইতিহাস পরিচয় দানের প্রয়াস পত্রিকার ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধগুলোতে

লক্ষ্য করা যায়। পত্রিকায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধগুলোতে বাংলা, আসাম, তিব্বত এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশের নানা প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে।

পরিষৎ পত্রিকায় জীবনকথা পর্যায় বেশ কতকগুলো প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। স্মার্ত রঘুনন্দন, জীবন মৈত্র, বা গদাধর ভট্টাচার্যের জীবন ও সময় নিরূপণ বিষয় হিসেবে ইতিহাসে বহুল পরিচিত। কিন্তু মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি (৩: ৪) রাজমন্ত্রী শিবপ্রসাদ (৬: ৩-৪) যাদবেশ্বর (১৪: ২) সাহিত্যসেবী শরদাকান্ত (৬:৩-৪) প্রভৃতির জীবনী ইতিহাসে তেমন স্থান লাভ না করলেও সেগুলো তথ্য বহুল এবং সামাজিক ইতিহাসের উপাদান যুগিয়েছে। উত্তর বঙ্গের এসব মনীষীর জীবন ও কর্মপরিচয় গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রূপে পরিগণিত হবার যোগ্য।

ধর্মও দর্শন বিষয়ে পত্রিকায় কমপক্ষে ২৫টি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তন্মধ্যে যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণের 'বঙ্গে ন্যায়চর্চ্চা (৬: ৩-৪) হৃদয়নাথ তর্করত্নের ন্যায় ও বৈদেশিক দর্শনে পরমাণুতত্ত্ব (৭: ৩) কেদারনাথ ভারতীয় কপিলের নিরীশ্বর বাদ (১২: ১-৪) সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়ের বৌদ্ধধর্মে আত্মবাদ (১২: ১-৪) ক্ষিতিশচন্দ্র বাগচির হেগেলের দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা (১৩: ১-৪) প্রভৃতি প্রবন্ধে দর্শণের তাত্ত্বিক আলোচনা স্থান পেয়েছে। 'বঙ্গে ন্যায়চর্চ্চা' প্রবন্ধটি বাংলায় ন্যায়চর্চার ইতিহাস। ন্যায়চর্চায় বাংলা ও মিথিলার যোগাযোগ এবং ন্যায়তাত্ত্বিকদের পরিচয় এ প্রবন্ধে উল্লিখিত হয়েছে। বাসুদেব সার্বভৌম, রঘুনন্দন, চৈতন্যদেব ইত্যাদি প্রসঙ্গ কৌতূহলোদ্দীপক। লেখক বাসুদেব জীবনের যে বিচিত্র তথ্য উপস্থাপন করেছেন তা শুধু বঙ্গদেশ নয় ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের পঠনপাঠনের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য।

পত্রিকার ৫ম থেকে ১৬শ ভাগের মধ্যে অনধিক ১৮টি বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞান, নৃবজ্ঞিান প্রভৃতি বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণ চিত্তাকর্ষক রচনা উপহার দিয়েছেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চায় প্রথম পর্যায়ের এই সাধনা অনেক ক্ষেত্রে অসাধারণ বলে মনে হয়েছে। আয়ুর্বেদশাস্ত্র ও নাড়ি বিজ্ঞান বস্তুত চিকিৎসা ও শারীরবিদ্যায় ভারতীয়দের মৌলিক অবদান। নিম্নে কয়েকটি প্রবন্ধ তালিকাবদ্ধ করা হলো:

প্রবন্ধ	লেখক	পত্রিকা/ভাগ/ সংখ্যা/ পৃ.
আয়ুর্বেদ ম্যালোরিয়া	শরচ্চন্দ্র লাহিড়ী	৫: ২ / ৭৪–৭৮
মহাসুনিকনাদ ও নাড়ি বিজ্ঞান	দেবেন্দ্র নাথ রায় কাব্যতীর্থ	৬: ১/১১–১৩
উদ্ভিদ—তাহার উপকরণ ও বর্ধণ	আশুতোষ লাহিড়ী	৭: ১/ ৭৭–৮০
আয়ুর্বেদ (সন্তান্যোৎপত্তি)	দেবেন্দ্রনাথ রায়	৭: ২/৫৩–৬০

আয়ুর্বেদ ম্যালেরিয়া প্রবন্ধে জ্বরের উৎপত্তি সম্পর্কে যে সব কারণ উল্লেখ করা হয়েছে তা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও প্রায় অভ্রান্ত। লেখক সুশ্রুত এর বরাত দিয়ে বলেছেন, 'বিবিধ অভিঘাত হেতু জ্বরের উৎপত্তি, এগুলো হলো ধ্রুনাদি, প্রপাক, শ্রম, ক্ষয়, সাতন্য ও ঋতুর বিপর্যয়। ওষধি সুস্পাদির গন্ধ, শোক, নক্ষত্র পীড়ন, অভিচার, অভিশাপ, অপপ্রসব, স্তন্য প্রবর্তন প্রভৃতি।

দেবেন্দ্রনাথ রায় নাড়ি বিজ্ঞান বিষযে মহামুনিকনাদের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকে বিশ্লেষণ করেছেন। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানেও বলা হচ্ছে নাড়ীর স্পন্দন ভেদে রোগ নির্ণয় হতে পারে। তাই লেখক বলেছেন:

> নাড়ি বিজ্ঞানে নিপুনতা জন্মিলে রোগ নির্ণয়; রোগের সাধ্যাশধ্যতা এবং রোগীর কোন সময় মৃত্যু হইবে তাহাও অনায়াসে নির্ণয় করা যাইতে পারে। .....যন্ত্রাপেক্ষা হস্তস্পর্শই নাড়িবিজ্ঞানের প্রধান ও প্রসাদগুন্য উপায়। (৬: ১ পৃ: ১২, ১৩)

শ্রী আশুতোষ লাহিড়ী 'উদ্ভিদ—তাহার উপকরণ ও বর্ধন শীর্ষে চারটি প্রবন্ধ লেখেন। পত্রিকার ৭: ১, ৭: ৪, ৮: ২, ৯: ১ সংখ্যায়। প্রবন্ধসমূহের প্রকাশকাল ১৯১২-১৩ খ্রিষ্টাব্দ। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু এবং তাঁর সহযোগিবৃন্দ তৎকালে বাংলাদেশে বাংলাভাষায় বিজ্ঞান চর্চার প্রেরণা দিচ্ছিলেন। শ্রী লাহিড়ীর প্রবন্ধগুলো সাধু এবং আড়ম্বরপূর্ণ ভাষায় রচিত। উদ্ভিদাদির আঁসাল কঠিন কাষ্ঠভাগ অপেক্ষা পত্র এবং মাংস ভাগে জৈবিকেতর পদার্থ অধিক। পল্লবাদির রসের জলীয় ভাগ অভ্যন্তরস্থ কঠিন কাষ্ঠের রসই জলীয় ভাগ অপেক্ষা অতি শীঘ্র বাষ্পে পরিণত হইয়া উড়িয়া যায়।' এই ভাষা পরবর্তী কালে অনেক সহজ হয়েছে এবং পারিভাষিক রূপ লাভ করেছে। লেখক যাকে 'জৈবিকেতর' বলেছেন এখন তাকে বলা হচ্ছে অজৈব। অবশ্যি শ্রীলাহিড়ীর প্রকাশভঙ্গি যথেষ্ট উন্নত মানের, রচনার উপকরণও প্রাচুর্যময়। লেখকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা উদ্ভিদবিজ্ঞান নির্ভর হলেও তার প্রায়োগিক উপযোগ কৃষি বিজ্ঞানে। কৃষি প্রধান দেশে এ রচনাবলীর প্রয়োগিক মূল্য যথেষ্ট। তাঁর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গত প্রণিধানযোগ্যঃ

> বীজ হইতেই উদ্ভিদের প্রথম উৎপত্তি, সুতরাং বীজের উৎকর্ষতা এবং উপযোগিতার উপরই পরবর্তী দেহ এবং শস্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। বীজের উৎকর্ষতা সাধন মনুষ্যের চেষ্টাসাধ্য। সুতরাং কৃষি ব্যাপারে অদ্বিষয়ক চেষ্টা সর্বদা কর্তব্য।... একইজমিতে একই সারে একই শস্যের এক জাতীয় বীজে যে পরিমাণ ফসল হইয়াছে, অন্য জাতীয বীজে তাহার দ্বিগুণ হইয়াছে। (৭: ১, পৃষ্ঠা ৮০)

লেখক তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে উদ্ভিদের বর্ধন প্রসংগে কৃষি সাফল্যের বিষযে আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে একদিকে তিনি প্রাচীন ভারতীয় সংহিতা থেকে

তত্ত্বগত ধারণা গ্রহণ করেছেন অন্যদিকে আধুনিক পাশ্চত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে তাঁর সমন্বয় ঘটিয়েছেন। রাসায়নিক সারের ব্যবহার প্রসঙ্গে তিনি তথ্যনির্ভর আলোচনা করেছেন। উদ্ভিদের বর্ধন প্রসঙ্গে ভারতীয় মনীষী পরাশরের কৃষিসংহিতার যে তত্ত্ব গ্রহণ করেছেন তাকে ঐতিহ্য অনুরাগ বলা যায়।

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার রচনা ক্ষেত্রে সর্বাধিক সংখ্যক প্রবন্ধ বোধ করি লোকসাহিত্য সম্পর্কিত। লৌকিক সাহিত্যে পাঁচালী এবং মঙ্গল কাব্য প্রসঙ্গে প্রায় ৪০টি প্রবন্ধ পত্রিকায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিষয়গত গুরুত্বের দিক থেকে হয়তো ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ মূল্যবান বলে বিবেচিত হতে পারে কিন্তু জাতির মনোরাজ্যের এই রসসম্পদ গুরুত্বের দিক থেকে ন্যুন নয়। লোকসাহিত্যের পঠন-পাঠন আজ ইতিহাস ও নৃতত্ত্বের আঙিনায় প্রবেশ করেছে। তাই পরিষৎ পত্রিকা উত্তর বঙ্গের মেয়েলী গীতি, ব্রতকথা, ছিক্কা, হেয়ালী, জাগের গান, প্রবাদ, সত্যপীর, গ্রাম্যশব্দ পরিচয়, সত্যনারায়ণের পাঁচালী, গ্রাম্য কবিতা প্রভৃতির সংগ্রহ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ লোকসাহিত্য বা ফোকলোর চর্চার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

যে সমস্ত আঞ্চলিক গান ও হেয়ালী, প্রবাদ ও ব্রতকথা সংগ্রহ করে পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে সেগুলোর বেশিরভাগই আজো তেমনি ভাবেই রয়েছে। এগুলো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলে নতুন তথ্য এবং তত্ত্ব মিলবে। রঙ্গপুরের 'কথাও ছিক্কা' পূর্ববঙ্গ বা ময়মনসিংহ গীতিকার মত। পঞ্চানন সরকার কর্তৃক সংগৃহীত 'বাহা সে বান্ধব'—ভাষাবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী এবং লোক বিজ্ঞানীর নিকট একটি মূল্যবান প্রসঙ্গ হতে পারে। মনে হয় এটি কোন এক রাজকুমারের শিকারের গল্প। এমনি অনেক সম্পদ পত্রিকায় সন্নিবেশিত আছে।

শ্রী তারাশঙ্কর তর্করত্ন 'রংপুরের প্রচলিত প্রবাদ সংগ্রহ' (৮: ১, পৃ. ৪৩-৪৮) শীর্ষক রচনায় ৬৬টি প্রবাদ এবং তার অর্থ দেওয়া আছে। প্রবন্ধ শেষে 'ক্রমশ' লেখা আছে কিন্তু আমরা আর কোন প্রবন্ধ পাইনি। এই প্রবাদ গুলো আঞ্চলিক এবং যথেষ্ট তাৎপর্যবহ' এর কোন কোন প্রবাদ অন্যত্র অন্য ভাষায় পাওয়া গেলেও এর বেশীর ভাগই স্থানীয় এবং অর্থ সমৃদ্ধ। যেমন 'পায়না ও খায়না' (১৮) বাংলায় এটির সার্বজনীন প্রচলন আছে 'কুতিয়া মৈল দৈবকী। নাম পাড়ায় যশোদা রাণী' (অর্থাৎ দেবকী প্রসব বেদনা ভোগ করলেন, যশোদার কৃষ্ণ জননী আখ্যা হলো) 'পাটার প্রাণ যায়/খাওয়াইয়া স্বাদ না পায়' (অর্থাৎ পাটার প্রাণ বধ করেও খাদকের তৃপ্তি জন্মে না—এর তাৎপর্য নির্যাতনের শেষ সীমায় গিয়েও জিঘাংসার অপূর্ণতা) মরিয়া যায় রাণী/তেঁওনা ছাড়ে দাঁতের কানী (অর্থাৎ রাণী মৃত্যু মুখে পতিত হচ্ছে

তবুও জিদের শেষ নাই) ইত্যাদি রংপুরের আঞ্চালিক প্রবাদ। এগলোতে আছে কৌতুক ও বুদ্ধি।

এভাবে পত্রিকা লোক সাহিত্যের অনেক হারামনি সঞ্চয় করে রেখেছে এবং কোন কোন বিষয়ে আলোচনা এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সুত্রপাত করেছে।

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় শিক্ষা প্রসঙ্গে কতকগুলো মূল্যবান বিশ্লেষণ এবং তথ্যবহুল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। 'প্রাচীন শিক্ষায় পুরাণের স্থান' (৬: ৩-৪ পৃ. ১৪৭-১৫৫) প্রবন্ধটি তথ্যবহুল এবং গবেষণামূলক। পুরাণগুলোকে লেখক শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন 'সর্ব সাধারণের অবশ্য জ্ঞাতব্য কালোপযোগী বিদ্যাভাণ্ডার' বলে অভিহিত করেছেন। এছাড়া স্ত্রী শিক্ষা প্রনালী (বিপিন মোহন সেহানবীশ) ভারতীয় স্ত্রী শিক্ষা (যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ) প্রাচীন ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় (তিন সংখ্যায় ক্রমশ প্রকাশিত) লেখক শ্রীশ্যামাপদ বাগচি (১৪: ১, ১৪২, ১৫ঃ ১-৪) তথ্য নির্ভর প্রবন্ধ। এ প্রসঙ্গে শ্রী অতুলচন্দ্র গুপ্ত রচিত " শ্রীযুক্ত পোপালকৃষ্ণ নোখেলে মহাশয়ের 'শিক্ষা-আইন ও বাঙ্গালা সাহিত্য' সুন্দর বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ। নোখেলের প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় আইন প্রস্তাবের আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন, প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ পরিণামে বাংলা সাহিত্যের কল্যাণে লাগবে। আইন প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন:

> দেশের যে শ্রেণীর লোক এখন কোনও শিক্ষা পায়না তাহারা নোখেলে মহাশয়ের আইনের ফলে প্রাথমিক শিক্ষা পাইবে। কিন্তু সকলের শিক্ষাই প্রথমিক অবস্থায় শেষ হইবে না। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিশ্চয় শিক্ষালাভে তৎপরতা দেখাইবে। এবং উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হইবে। তাহার ফলে বাঙ্গালায় উচ্চ জ্ঞান বিজ্ঞান-সাহিত্যের-স্রষ্টা ও রসজ্ঞের সংখ্যা নিশ্চয় বৃদ্ধি পাইবে। (৭: ১ পৃ. ৩০)

এইভাবে ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, লোকসাহিত্য, শিক্ষা, জীবন ইত্যাদি প্রসঙ্গে পত্রিকায় আলোচনা-গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এ পত্রিকার আগে উত্তরবঙ্গ থেকে কোন গবেষণা পত্র প্রকাশিত হয়নি। পত্রিকার বিষয় ও বৈশিষ্ট্য গবেষণাধর্মী হয়ে উঠেছে। তবে বিশেষ আনুষ্ঠানিকতার কারণে কয়েকটি কবিতা ও গান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানের জন্য রচিত এবং গীত ২টি গান ও স্মৃতিতর্পণজাত ৪টি কবিতা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

তথ্যনির্দেশ

১ দেব জ্যোতি দাশ, রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার সূচী, বসাপ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ), কলকাতা ১৩৭৫, পৃ. ৩

২ প্রথম গবেষণা পত্রিকা (বঙ্গীয়) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা।

৩ দেবজ্যোতি দাশ, তাঁর সূচীতে ১-৭ ভাগের সম্পাদক বলেছেন পঞ্চানন সরকারকে কিন্তু পত্রিকায় ৭ম ভাগের সম্পাদকের নাম ভবানী প্রসন্ন লাহিড়ী লিপিবদ্ধ আছে।

৪ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ রঙ্গপুর শাখার সপ্তম সাম্বৎসরিক কার্যবিবরণ, রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা সপ্তমভাগ ১৩১৯ বঙ্গাব্দ চতুর্থ সংখ্যা, কার্যবিবরণী পৃষ্ঠা ২৭
৫ রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, অসমীয়া গ্রন্থ বিবরণী, পদ্মনাথ দেবশর্মা, সংখ্যা ৬: ১ সন ১৩১৮, পৃ. ১
৬ পূর্ণেন্দু মোহন সেহানবীশ, প্রাচীন পুথির বিবরণ, রসাপপ, ১৩১৭,১ম সংখ্যা, পৃ.৭,৮
৭ পঞ্চমভাগ, প্রথমভাগ পৃ. ৩৮
৮ নবম সম্বৎসরিক কার্যবিবরণী পৃ. ৩৬-৩৭। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত ৫ম মাসিক অধিবেশনের ৪নম্বর প্রস্তাব।
৯ তদেব, পৃ. ১৪৭
১০ বিরজা কান্ত ঘোষ, পদ্মপুরাণ ও দ্বিজবংশীদাস, রসাপপ, ৭: ৩, ১৩১৯. পৃ. ১৪৬
১১ তদেব, পৃ. ১৪৭
১২ রসাপপ ৯: ২-৪, ১৩২১, পৃ. ৯৩